দৈনিক খবর

তারিখ 13 AUG 1990
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

18 ৯০

জীর্ণ ভবন ০ হতশ্রী ক্যাম্পাস ০ বই ও শিক্ষক সংকট

পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।। সমস্যা যেখানে জমাট বেঁধেছে

পটুয়াখালী, ১২ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- জীর্ণ ভবন, হতশ্রী ক্যাম্পাস, লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বইয়ের অভাব, শিক্ষক সংকট ও ক্লাস রুমের অপ্রতুলতা নিয়ে পটুয়াখালী সরকারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঘোষণার এক বছর পরও কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

সাবেক বাখেরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালী মহকুমায় ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পটুয়াখালী মহকুমা প্রশাসক আঃ করিম চৌধুরীকে সভাপতি করে ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে পটুয়াখালী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র ৪ জন শিক্ষক ও ১৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১৯৫৭ সালের ২৯শে জুলাই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রথম ক্লাস শুরু হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে কলেজটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কলেজটির প্রথম গভর্নিং বডি গঠিত হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে ১৯৭০ সনের ১লা মে সরকারী এবং ১৯৮৯ সনের ২৬শে জুলাই প্রেসিডেন্ট পটুয়াখালী সরকারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঘোষণা দিয়ে পটুয়াখালী জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা পূরণ করেন।

কিন্তু এ ঘোষণার দীর্ঘ ১ বছর পরও কলেজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সমস্যায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেন এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা শুরু হয়। কিন্তু দীর্ঘ এক বছরেও এ ব্যাপারে সরকারী কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে ৮৯টি সৃষ্ট শিক্ষক পদের মধ্যে ৫ জন অধ্যাপক ও ১১ জন সহযোগী অধ্যাপকসহ সর্বমোট ৩৬টি শিক্ষক পদই শূন্য। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু থাকলেও বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে এসব বিভাগে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

এ কলেজের অন্যতম সমস্যা ভবন ও ক্লাস রুমের। শ্রেণী কক্ষের অভাবে ছাত্রী কমন রুমে ক্লাস নিতে দেখা যায়। ভবনের ছাদ ধসে পড়তে পারে এ আশংকায় অর্থনীতি বিভাগ ইতিমধ্যেই অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ এ ভবনটিকে ব্যবহারে অযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছে।